কচি কাঁচা বুড়ো বাচ্ছার ৫ দিন

– *শান্তা বিট*

পুজো আসছে। ‘‘স্বাতী, পুজোর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কী করছ? স্বাতী, কাদের আনছ, কাকে কাকে নিচ্ছ? কতদূর এগোলে? স্বাতী, আমাদের ডাকছ তো গাইতে, নাচতে?’’ যে গাইতে পারে নাচতেও চায় - যে নাচতে নাচতে হাঁটে, সে গাইতে চায়। প্রবাসে জগাখিচুড়ির একটু আস্বাদন।

কোলোনের দুর্গাপুজোর বিশেষ অঙ্গ ৫টি সন্ধ্যার মনমাতানো অনুষ্ঠান। পারিশ্রমিক দিয়ে দেশ-বিদেশের শিল্পীরা সাদরে আমাদের অতিথি। জার্মানীতে জন্মানো কিশোর-কিশোরীরা বাংলা নাটক করার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী। গরমের ছুটি থেকেই ওদের অপেক্ষা - কবে লেটার বক্সে নাটকের স্ক্রিপ্ট আসবে।

দেশের দুর্গাপুজোর সেই Nostalgia আমাদের মধ্যে দুগুণা হয়ে বেঁচে আছে। প্রস্তুতির কাজ বাদ দিলেও ঠাকুর সাজানো, বাজার করা, রান্না করা, আনুষ্ঠানিক কাজের মধ্য দিয়ে কোলোন-কোরভাইলারের মণ্ডপ বহু পরিচিত একটি পাড়ার অথচ পারিবারিক পুজোমণ্ডপের রূপ নেয়।

‘‘এমা! এই বয়স্করা আবার কী অনুষ্ঠান করবে!’’ কেন, বয়স্ক বলে কি মানুষ নয়? নাকি স্বাদ-আহ্লাদ গঙ্গায় থুড়ি রাইনে ভাসিয়ে দিয়েছে তারা? ৬২ বছরের ছোকরা বিজন (*রোগাটে মতন*) বললো, ‘‘আমি শাবা-শাবা নাচব, আমি অমিতাভ।’’ ‘‘যা, যা - তোর এই চেহারা নিয়ে অমিতাভ?’’ ‘‘স্বাতী, ওটা আমার নাচ’’ - বলে উঠল ৬৫ বছরের আশিষ (*ভুঁড়িওয়ালা*)।

কোলোনের পুজোর অন্যতম আকর্ষণ বুড়ো-বাচ্ছাদের স্টেজ মাতানো আবির্ভাব।

দর্শকবৃন্দ উঠে পড়েছে। হাততালি শেষ হতে চায় না। বসে রয়েছে শুধু স্ত্রী বা স্বামীরা এবং আত্মজারাও - নিঃশব্দ প্রশ্ন চোখে নিয়ে - ‘‘ এসব কখন শিখলো ওরা?

প্রশ্রয়ের হাসি দেখলাম মা দুর্গার চোখে।